রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৬, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৩ চৈত্র, ১৪২৯ মোতাবেক ০৬ এপ্রিল, ২০২৩

নিম্নলিখিত বিলটি ২৩ চৈত্র, ১৪২৯ মোতাবেক ০৬ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০৮/২০২৩

বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, বাংলাদেশ সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১৫ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।—বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এ "ও স্বাধীন" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

৩। **২০১৫ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) বোর্ড অব গভর্নরসের সভা চেয়ারপারসন বা চেয়ারপারসনের অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারপারসন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে এবং বৎসরে অন্যূন দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে; তবে প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় নথিতে অনুমোদন সাপেক্ষে পিপিপি সংশ্লিষ্ট যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে।"

৪। **২০১৫ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) ও (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ক) পিপিপি সম্পর্কিত নীতিমালা, প্রবিধি, নির্দেশনা, গাইডলাইন ও কার্যপ্রণালী প্রণয়ন, অনুমোদন ও সরকারি গেজেট প্রকাশ;

(খ) পিপিপি প্রকল্পে সরকারি আর্থিক অংশগ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;"।

৫। **২০১৫ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(২ক) পিপিপি কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সকল কর্মকাণ্ডের জন্য সরাসরি বোর্ড অব গভর্নরসের নিকট দায়ী থাকিবেন।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৪) পিপিপি কর্তৃপক্ষের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবে—

(ক) যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন; এবং

(খ) যাহার চাকরির শর্তাদি, পদমর্যাদা এবং অন্যান্য বিষয়াদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।"; এবং

(গ) উপ-ধারা (৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৭) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সকল কর্মকাণ্ডের জন্য চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বোর্ড অব গভর্নরসের নিকট দায়ী থাকিবেন।"

৬। **২০১৫ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর "বোর্ড অব গভর্নরস" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০১৫ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(২) পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরের পর সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।"

৮। **২০১৫ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা ৩ এর দফা (গ) এর "গণ্যপণ্য" শব্দের পরিবর্তে "গণপণ্য" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **২০১৫ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর "পিপিপি কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০১৫ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঙ) কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ, প্রকল্প উন্নয়ন ফি ও উহাদের অতিরিক্ত নির্ধারিত সাকসেস ফি; এবং"।

১১। **২০১৫ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪১ এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইনের ধারা ৪১ বিলুপ্ত হইবে।

১২। **২০১৫ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (২) এর "পিপিপি অফিস" শব্দগুলির পরিবর্তে "পিপিপি কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। ২০১৫ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পিপিপি কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত কোনো বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।"; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) বিলুপ্ত হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মধ্য দিয়ে বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ (পিপিপি আইন, ২০১৮) প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের আওতায় কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতার আলোকে কতিপয় সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাছাড়া, বিদ্যমান পিপিপি আইনে কতিপয় মুদ্রণপ্রমাদ দূরীকরণ এবং 'বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫' এর কতিপয় ধারা বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ যে ধরনের আইন দ্বারা পরিচালিত হয় তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিধায় সে সকল ধারা পরিমার্জন বা বিলুপ্ত করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার আইনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এ আইনের সংশোধন আনা প্রয়োজন।

০২। উক্ত প্রেক্ষিতে পিপিপি কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদণের ক্ষেত্রে পিপিপি কর্তৃপক্ষ 'স্বাধীন' হওয়ার বিষয়টি বাদ দেয়া; বোর্ড অব গভর্নরস এর সভার সংখ্যা পুনঃনির্ধারণ; গাইডলাইনের পাশাপাশি কার্যপ্রণালী প্রণয়ন অন্তর্ভুক্তকরণ; কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিযুক্তি ও চাকরির শর্তাদি বোর্ড অব গভর্নরস এর পরিবর্তে সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হওয়া; সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের ক্ষমতা বোর্ড অব গভর্নরস এর পরিবর্তে সরকারের উপর ন্যস্ত করা; চুক্তি স্বাক্ষরের পর সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প কোম্পানীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা বোর্ড অব গভর্নরস এর পরিবর্তে সরকারের উপর ন্যস্ত করা ও প্রবিধান প্রণয়নে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে বাংলাদেশ সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আ, ক, ম, মোজাম্মেল হক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd